বিশণ্ন তরবারি

অমল বসু

বারানসীর ঘাটে স্নান সেরে সূর্য প্রণাম, স্বাধীনের পিতামহ গঙ্গাজল
নিয়ে যেতেন বিশ্বনাথের মন্দিরে, কবিরাজি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি
লাভের আশায ফরিদপুর থেকে উজান যাত্রা
তারপর সেখানেই, শীতে কিছু দিন পদ্মার বাতাস গায়ে মেখে ফের

স্বাধীনের ভেতরে বা বাইরের দেয়ালে তাঁর কোনো ছায়া ছিল না
বংশপঞ্জির বদলে সে হাতে পেয়েছে সরকারের দেয়া রিফিউজি কার্ড
এক ভীমতরবারি যা তাদের গৃহদেবতার আসনের নীচে রাখা থাকত
অথচ কী করে এবে কোনো তাদের আহিংস বাড়িতে এটা ঢুকে ছিল?
কিশোর ঝোলায় অনেক প্রশ্ন জমা পড়লেও সবটাই রহস্যের মোড়কে
মহাবলী ভীম গদাধরী ছিলেন, তবু ভীম শব্দটি যুক্ত হয়ে পড়ে
তরবারি গঠন ও বলিষ্ঠতার কারণে

তিন খন্ডে ভেঙে দেশের স্বাধীনতা, নতুন পতাকা পায় আকাশ
স্বাধীনের জন্ম তার ক-মাস আগেই, মায়ের দুধে চাঁদের হাসি, অথচ
পর হয়ে গেল ঘরদোর, গাছপালা, শস্যের খেত, পালিত পশুরা
বিশ্বাস ভেঙে যায়, গ্রাম সমাজ পরিবার মানুষ, সম্পর্ক বদলে যায়
সেই ভযংকর রক্ত স্নানের দিনে, রক্তের স্বাদ কি পেয়েছিল তরবারি?
অথবা দেশ ছাড়ার পথে লুকিয়ে ছিল নবজাতকের কাঁথার আড়ালে!

স্বাধীনের বয়স যদি তখন ২৫ হত, তাহলেও বা কী করার ছিল?
রাজা বদল হয়, সিংহাসনের ভার চিরায়ত, চেপে বসে থাকে অবিকল্প
পায়ে হাঁটা মানুষ বুকে হেঁটে চলেত চলতে গর্তে ঢুকে পড়লেই, ব্যাস
রাজা-বাদশা-মন্দীদের ফর্দ দিল্লিতে ঝুলিয়ে দিলে গড়িয়ে যাবে কোচি
কেউ কি দাঁড়িয়ে ছিল সেই সরণির আসেপাশে এই তরবারি হাতে?
গায়ে গতরে ধুলো মাখা কোনো সেপাই বা ডাকাত সর্দার?
হত্যা ও লুট করে পাওয়া মোহর, লক্ষ্মীর আশীর্বাদে বংশ বৈভব
অথচ এক বিষণ্ন তরবারি আগলে ছিলেন ততোধিক বিপন্ন পিতা

কাশবনে নতুন বসত, কাশফুল ফুটেছে খাড়ির পাড় বরাবর
নীল আকাশ, সাদা মেঘ, আকাশফুলের ঢেউ, কোনো তাৎপর্য ছিল না সেদিন
অন্য রাতের মতো শেয়ালেরা ডেকে উঠত বাড়ির উঠোনে
বারান্দায় শুয়ে থাকা ছাগলের সেই উল্লাসে ঘুম-পায়ে উঠে কাঁপত
লেজ স্থির বোবা চোখ, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে ভঙ্গুর খলপার আড়াল
বাঁশের মাচানে বিছানা পাতা, পাশে শুয়ে পিতা, শরীরে হাত রাখলে
তিনি স্বাধীনকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, দু-পা তাঁর জানুর মাঝে চাপা
এভাবেই আতঙ্কের শুশ্রুষা, অথচ রাডারে ভেসে উঠত ভীম তরবারি
তার উষ্চতার সমান তরবারি হাঁকিয়ে শেয়ালদের মুখোমুখি দাঁড়ালে
বীরপুরুষ হতে পারত স্বাধীন, ছাগলের আনন্দে ডেকে উঠত ব্যা ব্যা

স্বাধীনের পিতা ছিলেন স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সেনানী, অহিংস বীরপুরুষ
বলতেন, বন্দিশালা মনের জোর বৃদ্ধি করে আর অহিংসা শক্তির প্রকাশ।
গরাদের পেছনে ১৯২১, ৩০ ও ৪২শে মোট তেরোটা বছর কাটিয়ে
মুক্ত হলেন ছেচল্লিশে, প্রশ্বাসে স্বাধীনতার সুরভি, রক্তে মিশেছে তিন রং
ছেলের নাম রাখলেন স্বাধীন, তার পরেও কেন আজ খাড়ির ধারে
কাশবনে সাপ ও শেয়ালের সাথে ঘর করা?

তুমি বাস্তুহারা রিফিউজি, কেউ কি জমির অধিকার কখনো ছেড়েছে?
পারো তো কাশবন উন্দ্রপ্রস্থ বানাও অথবা আমার জমিতে কামলা খাটো
হাত –দা কোমরে গুঁজে কামলারা বসে থাকে সাধারণ মোড়ে
সেখানে গিয়ে বসো, অপেক্ষার বিড়ি ফোঁকো কখন কে ডেকে নেয় কাজে
শেয়ালের সাহচর্যে সাপের ছোবলের চাইতেও তীব্র সে হিম বিষণ্নতা

বেড়ে ওঠে ক্ষুধাতুর মানুষের ভিড় প্রকৃতির প্রশ্রয় ও অভিশাপে
বৈশাখে ঘরের চাল উড়ে যায়, বর্ষার ভরসা স্কুলবাড়ি, জি আর খয়রাত
কেউ দুধের বালতি হাতে গঞ্জের বাজারে বটতলায় গিয়ে বসে
কলমিলতা আঁটি বেঁধে সেঙ্গ চালকুমড়ো, থোড় নোচা, ডালের স্বদেশি বড়ি
বাতাসাও বানায় কেউ, তাঁতঘরে মাকুর শব্দে দুপুরের চোখে ঘুম নেই
খাদির কাপড় এনে বিক্রি করতেন পিতা, পরনেও খাদি রয়ে গেল
যেদিন উঠোনে কালোগাই বকনা বাছুর বিয়োল, শাঁখে ফুঁ দিলেন মা
ক-দিন বাদে পিতা চললেন দুধের বালতি হাতে, সঙ্গে স্বাধীন

বটতলায় বসে পিতা ঘেমে জল, আগ্নেয়গিরির কান্না গড়িয়ে নামছে

একদিন মা দিদিমণি হয়ে কপালে সিঁদুর এঁকে স্কুলে চলে গেলেন
এ ভাবেই জুটে যায় আউশের ফেনাভাতে সমুদ্রের স্বাদ
স্বাধীন রুটি খেতে শেখে, পিতার বুকের আগুন মুখ থেকে ঝরে
পান্ঠির বাড়ি খায় অবাধ্য গোরু এবং পাড়ার সময় কখনো স্বাধীন
সে কাঁদে না, দ্রুত শুধরে নিত ভুল, দুধের খালি বালতি হাতে
উঠোনে পা রাখলে কোলেও তুলে নিতেন কখনো, ১১ বছরের স্বাধীন
বড্ড লজ্জা পেত তাতে এবং একটা শিরশিরানি

স্কুল বসন্ত ও কলেরার টিকা দিতেন হ্যাট পরা কালো ডাক্তার
তবু জলবসন্ত চেপে ধরলে ঠাকুরঘরে নির্বাসন, মশারির জাল বন্দি বাহাদুর ছেলে
একদিন আবিষ্কার করে ফেলে তরবারির আস্তানা
তার অবাক চোখের পেছনে যে মগজ, সেখানে আতঙ্কের ম্যাসেজ
জানালার ওপারে খাড়ির শান্ত প্রবাহে, কাশবনের বাতাসে
লাউয়ের মাচায়, ঝিঙেফুলে উড়ন্ত প্রজাপতি পাখায়, শেয়ালের সুরঙ্গে
সে ইঙ্গিত খোঁজে, এবং ঝুঝে যায় বিষয়টা তরবারির মতোই ভারী
খাড়ির ঘাটের ডিঙি বেঁধে ঘাটোয়াল মাঝদুপুরে ভাত খেতে গেছে
রসা খুলতেই ডিঙি ভেসে চলে মরাকাটাঘর পার হয়ে ঘাটকালীর দিকে

বিকেলে ফের শয়তান, পান্ঠির বাড়িতে শরীর বেঁকে গেলেও রা নেই
রাতে সেই পিতার কাজেই ঘুমের গর্তে তলিয়ে যায় দ্রুত
পাখিডাকা ভোর রোজ উঠিয়ে দিতেন পিতা
সে-দিন ছেলেকে আদরে জড়িয়ে ধের নিজেও শুয়ে থাকলেন
এই বাড়তি সঙ্গে পাওযার কারণ বেশ অনুমান করতে পারে সে
বাবার গলা জড়িয়ে বলে, মস্তবড়ো তলোয়ার ঠাকুরের আসনের তলে।
পিতা বলেন, তাই নাকি! দেখাস তো কোথায়।
তক্ষুনি উঠতে গেলে পিতা চেপে ধরে শুইয়ে রাখেন, সেও ঘুমিয়ে পড়ে
বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে ববা বাজারে চলে গেছে, ঠাকুরঘরে তালা

কব্জি ডুবিয়ে দুধ খেয়ে কলাগাছের মতো ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠে ছেলে
ইটের দেয়াল টিনের ছাপরায় আরামই আরাম, ঘরের মেঝে পাকা হচ্ছে

পাটখেতে লুকোচুরি, বিকেলে জাম্বুরা পেটানো অথবা ছিপ হাতে বাড়িতে
ষষ্ঠিপুজোয গাছে উঠে বটের ডাল ভেঙে আনে আর বাঁশের কোরুল
ঠাকুরঘর হয়ে ওঠে ষষ্ঠিতলা, মা ষাটবেড়ালের গল্প বলেন
মাষষ্টির রস-পুঁজ গভীর বিশ্বাসে সুরুত করে টেনে গিলে ফেলে স্বাধীন
ঠাগুরঘর খালি হলে ঠাকুরের খাটের তলায হাত ঢুকিযে দেখে, ফাঁকা
সে মাঠের চোখে চোখ রেখে এফোঁড় করে দিতে চায়
মা বলেন, কী খুঁজছিস?

যেটা যথাস্থানে নেই তার সন্ধান করাই খোঁজা, সে কি কিছু খুঁজছিল?
পরিস্থিতি অনুসারে যা প্রকাশ্যে আনতে নেই এবং ফেলে দেবার নয
তার মাঝেই লুকোনোর প্রসঙ্গ লুকিয়ে থাকে।
সে কি বাস্তবিক দেখেছিল তরবারিটিকে, ঠিক ঠাকুরের সিংহাসন
অস্ত্রের ধর্ম লুকিয়ে থাকা, জানাজানি হয়ে গেলে অস্ত্রের ধক কমে যায়
ঠাকুরের আশ্রয় থেকে গেছে ভিন্ন আশ্রয়ে, আশ্রয়হীন অনাথ তরবারি

কাশবন মানুষের চাপে নির্মূল, শেয়ালেরা খাড়ি হযে পালিয়ে বেঁচেছে
একদল মানুষের ‘হেই মারো হেইসার’ তালে নতুন ব্রিজ খাড়ি পার করে
বালির বাঁধ ঘিরেছে খাড়ির পাড়, বানের জল স্কুলের মাঠ ছুঁয়ে ফিরে যায়
নিয়ন আলোর সাথে মিলেমিশে খেলা করে চাঁদের আলো ও অন্ধকার
পিচ ঢালা রাস্তায় সাইকেল, পক্ পক্ রিক্সা, দু-একটা স্কুটারও ছোটে

স্বাধীনতা লাভে ২৫তম বর্ষে তাম্রপত্র দেবেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
পিতার ডাক এসেছে, ১৫ অগাস্ট যেতে হবে দিল্লির অশোকহল-এ
স্বাধীনের বয়সও ২৫, সে বলে, তোমার ঠিকানা ওরা পেল কী করে?
কী করে কখন কার ঠিকানা পেতে হয় অথবা ভুলে যেতে হয়
রাষ্ট্র তা ভালোই জানে। পিতার পাথরের চোখ থেকে মুক্তো ঝরে পড়ে
স্বাধীন তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিলে ঘর কথা ভুলে বোবা হয়ে যায়
তুমি যাবে না, আমি যেতে দেব না, আঙুল উঁচিয়ে মায়ের রুদ্রমূর্তি
এই প্রথম দেখে স্বাধীন, সে কী মাকে ধরে বাবার পাশে বসিয়ে দেবে
অথবা একটা বিস্ফোরণের অপেক্ষা?
ক্রুদ্ধ পিতা ক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়বেন মায়ের ওপর এবং মা কান্নায়

পিতা পল্লীতলা থানার ইউনিয়ন্জ্যাক নামিয়ে তেরঙ্গা তুলে ছিলেন
স্বাধীন কী পারবে ১৫ অগস্ট থানার তেরঙ্গা নামিয়ে কালোপতাকা
এইসব ভাবনারা কোথা থেকে আসে এবং কোথায় তলিয়ে যায়!
স্বাধীন পিতার সাথে রাতের বাসে উঠে বসে, কলকাতা হয়ে দিল্লি

ইন্দিরা গান্ধিকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ স্বাধীন, পিতা তাম্রপত্তে হাত বুলিয়ে
এবার মেবার, হলদিঘাটির পথে নাথদ্বার, আসল উদ্দেশ্য তরবারি
সুবর্ণকারুকাজ করা খাপসহ মানান সই একটা তরবারি কেনা হল
স্বাধীন বলল, রাজপোশাকও কেনা হোক, সশস্ত্র ছবিটা জমে যাবে।
ভুরু কুঁচকে হাত ওপরে তুললেন পিতা, স্বাধীন বোঝা ক্ষত শুকোয়নি
একটা তাম্রশংসাপত্র ও সুদর্শন তরবারি নিয়ে শহরে ফিরে এল তারা
শহর যেমন চলছিল তেমনি চলছে, পাড়াতেও কেউ তাকিয়ে দেখে না
ক্ষুব্ধ দিদিমণি গাঁদার মালা পরিয়ে ছিলেন স্বাধীনতা সেনানীর গলায়

অনেকদিন পরে ফিরেছি বালিরশহরে আমাদের স্কুলের জয়ন্তীতে
খবর পেয়ে স্বাধীনের বউ এসেছিল, চোখে আর্দ্রতা নেই বৈধব্যে লাবণ্য
বললে, বাড়িতে বন্ধুর পায়ের ধুলো পড়লে উনিও খুব খুশি হতেন।
স্বাধীনের ছেলে গুরগাঁও, মেয়ে স্টেটস-এ, বাড়ি তো হোয়াইটহাউস
দাদা, বাড়ি ভাঙতে ঠাকুরের থানে একটা পাওয়া গেছে, কিছু জানেন?
তরবালি হাতে নিয়ে অবাক, নেড়েচেড়ে দেখি, মলিন তবে বেশ ভারী
বাঁটের কোনে অস্পষ্ট লেখা ‘বিপিন’, আমি বোকা চোকে মাথা নাড়ি
কাঁসার বনেদি গ্লাসটা অনেকদিনের চেনা ঢাকনা তুলেদেখি ‘বিপিন’
আবার মাথা নাড়ি, বিপিন স্বাধীনের দাদামশাই বেনারসে থাকতেন।
দেয়ালে হাততালি দেয় টিকটিকি, খুশি কি হয়েছে বিষণ্ন তরবারি?